প্রস্তাবনা-২

দেশের প্রতিটি উপজেলায় ৮ টি ইভেন্টে ১৯ জন বিশেষ ট্রেইনিংপ্রাপ্ত ক্রীড়া শিক্ষক নিয়োগ করা হবে

বিশেষ ট্রেইনিংপ্রাপ্ত ক্রীড়া প্রশিক্ষক নিয়োগের প্রধান উদ্দেশ্য হলো তৃণমূল পর্যায় থেকে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ, তাদের পরিচর্যা এবং দেশের ক্রীড়া মান উন্নয়ন। এই নিয়োগের ফলে স্থানীয় পর্যায়ে ক্রীড়া কার্যক্রম আরও সুসংগঠিত হবে এবং প্রতিটি উপজেলায় একটি শক্তিশালী ক্রীড়া ভিত্তি গড়ে উঠবে। বিশেষ ট্রেইনিংপ্রাপ্ত ক্রীড়া শিক্ষকরা বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ দেবেন। এর ফলে খেলোয়াড়রা তাদের দক্ষতা ও কৌশলগত দিক থেকে উন্নত হবে। এই নিয়োগের ফলে দীর্ঘমেয়াদে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। প্রতিটি উপজেলায় অবস্থিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া শিক্ষকের তত্ত্বাবধায়নে উপজেলার নির্ধারিত মাঠে ক্রীড়া অনুশীলন করবে।

বিশেষ ট্রেইনিংপ্রাপ্ত ক্রীড়া শিক্ষক নিয়োগ কাঠামো ও প্রক্রিয়া

- দেশের প্রতিটি উপজেলায় ৮ টি ক্রীড়া ইভেন্টে ১৯ জন বিশেষ ট্রেইনিংপ্রাপ্ত ক্রীড়া শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। সরকারি নিয়োগবিধি মোতাবেক তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।
- **প্রস্তাবিত ৮ টি ক্রীড়া ইভেন্ট হলোঃ**

১। ফুটবল	২। ক্রিকেট	৩। ভলিবল	৪। হ্যান্ডবল
৫। ব্যাডমিন্টন	৬। কারাতে	৭। আর্চারি	৮। এ্যাথলেটিক্স

প্রস্তাবিত ইভেন্ট সমহের মধ্যে ক্রিকেটে ৩ জন, ফুটবলে ৩ জন, ভলিবলে ২ জন, হ্যান্ডবলে ২ জন, ব্যাডমিন্টনে ২ জন, কারাতে ২ জন, আর্চারিতে ২ জন ও এ্যাথলেটিক্স এ ৩ জন নিয়োগ করা হবে।

উপজেলা পর্যায়ে বিশেষ ট্রেইনিংপ্রাপ্ত ক্রীড়া শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ব্যয়

বর্তমানে বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের অন্তর্গত ৬৪টি জেলায় মোট ৪৯৫টি উপজেলা রয়েছে। এই ৪৯৫টি উপজেলার প্রত্যেকটিতে ১৯ জন বিশেষ ট্রেইনিংপ্রাপ্ত ক্রীড়া শিক্ষক নিয়োগ করা হলে সর্বমোট ক্রীড়া শিক্ষক সংখ্যা হবেঃ (১৯ × ৪৯৫) জন = ৯৪০৫ জন

- এই ৯৪০৫ জন বিশেষ ট্রেইনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের [গ্রেড-১০ম, স্কেলঃ ১৬,০০০টাকা] এই কাঠামোতে মাসিক বেতন প্রদান করা হবে। উক্ত স্কেলে বাড়ি ভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, যাতায়াত ভাতা ও অন্যান্য ভাতাসহ মোট মাসিক বেতন হবে ২৬,০০০ টাকা।
  - ৯৪০৫ জন বিশেষ ট্রেইনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের মোট মাসিক বেতন হবেঃ (২৬,০০০ × ৯৪০৫) = **২৪, ৪৫,৩০,০০০ টাকা**
  কথায়ঃ ২৪ কোটি ৪৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা।
  - ৯৪০৫ জন বিশেষ ট্রেইনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের মোট বাৎসরিক বেতন হবেঃ (১২ × ২৪,৪৫,৩০,০০০) টাকা=**২৯৩,৪৩,৬০,০০০ টাকা**
  কথায়ঃ ২৯৩ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ৬০ হাজার টাকা

উপজেলা পর্যায়ে বিশেষ ট্রেইনিংপ্রাপ্ত ক্রীড়া শিক্ষক পদ-প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা/কোচেস ট্রেনিং-এর মাধ্যমে সম্ভাব্য আয়

উপজেলা পর্যায়ে বিশেষ ট্রেইনিংপ্রাপ্ত ক্রীড়া শিক্ষক পদ-প্রার্থীদেরকে অবশ্যই লেভেল-২ কোচেস ট্রেইনিংযের সার্টিফিকেট/সনদধারী হতে হবে।

- উপজেলা পর্যায়ে বিশেষ ট্রেইনিংপ্রাপ্ত ক্রীড়া শিক্ষক সংখ্যা হবেঃ (১৯ X ৪৯৫) জন = ৯৪০৫ জন

এই ৯৪০৫ টি বিশেষ ট্রেইনিংপ্রাপ্ত ক্রীড়া শিক্ষক পদের প্রত্যেকটির বিপরীতে ১০ জন প্রশিক্ষনার্থী কোচেস ট্রেইনিং-এ অংশগ্রহণ করলে মোট প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা হবে = (৯৪০৫ X ১০)= ৯৪,০৫০ জন। উক্ত প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষণ ফি ও রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ আয় হিসেব নিম্নে দেয়া হলোঃ

- লেভেল-১ কোচেস ট্রেইনিংয়ের মাধ্যমে আয় হবেঃ (৯৪,০৫০ X ১১,২০০) টাকা = ১০৫,৩৩,৬০,০০০ টাকা
- লেভেল-২ কোচেস ট্রেইনিংয়ের মাধ্যমে আয় হবেঃ (৯৪,০৫০ X ১৬,২০০) টাকা = ১৫২,৩৬,১০,০০০ টাকা

মোট আয় = **২৫৭,৬৯,৭০,০০০** টাকা

কথায়ঃ ২৫৭ কোটি ৬৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা মাত্র।

সার-সংক্ষেপ

- ৯৪০৫ জন বিশেষ ট্রেইনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের মোট মাসিক বেতন হবেঃ ২৪, ৪৫,৩০,০০০ টাকা
কথায়ঃ ২৪ কোটি ৪৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা।
- ৯৪০৫ জন বিশেষ ট্রেইনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের মোট বাৎসরিক বেতন হবেঃ ২৯৩,৪৩,৬০,০০০ টাকা
কথায়ঃ ২৯৩ কোটি ৪৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা।
- ৯৪০৫ জন বিশেষ ট্রেইনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের মোট আয় হবেঃ ২৫৭,৬৯,৭০,০০০ টাকা
কথায়ঃ ২৫৭ কোটি ৬৯ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা মাত্র।

উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী

বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা (Upazila Krira Sangstha - UKS) গঠিত থাকে। এটি বাংলাদেশ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (NSC) ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার আওতাভুক্ত ক্রীড়া সংস্থা । এর প্রধান কাজ হলো উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া কার্যক্রম পরিচালনা, প্রতিযোগিতা আয়োজন ও খেলোয়াড় তৈরি করা। এর সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী দেশের ক্রীড়ার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
সাংগঠনিক কাঠামো
উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত: **সাধারণ পরিষদ** এবং **কার্যনির্বাহী পরিষদ**।

- **সাধারণ পরিষদ:** এটি উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী কমিটি। এই পরিষদের সদস্যরা হলেন:
  - উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (পদাধিকার বলে সভাপতি)।
  - উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান।
  - বিভিন্ন সরকারি অফিসের কর্মকর্তা (যেমন: মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা)।
  - উপজেলার বিভিন্ন ক্রীড়া ক্লাব, স্কুল, কলেজের নির্বাচিত প্রতিনিধি।
  - বিভিন্ন খেলার প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠক।
  - মহিলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি (যদি থাকে)।
- **কার্যনির্বাহী পরিষদ:** এটি সংস্থার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এটি একটি নির্বাচিত কমিটি, যার সদস্যরা সাধারণ পরিষদ থেকে মনোনীত হন। কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যরা হলেন:

পদবী / অবস্থান	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
সভাপতি	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (UNO)
সহ-সভাপতি	স্থানীয় বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব/শিক্ষক/প্রতিনিধি
সাধারণ সম্পাদক	স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত ক্রীড়া সংগঠক
সহ-সাধারণ সম্পাদক	নির্বাচিত প্রতিনিধি
কোষাধ্যক্ষ	নির্বাচিত সদস্য
নির্বাহী সদস্যবৃন্দ	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন পরিষদ, ক্রীড়া সংগঠন ও ক্লাব প্রতিনিধিরা

- বর্তমানে বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের মোট ৪৯৫টি উপজেলা রয়েছে। বিভাগ অনুযায়ী উপজেলাগুলোর সংখ্যা নিচে ছক আকারে দেওয়া হলো:

বিভাগ	উপজেলা সংখ্যা	বিভাগ	উপজেলা সংখ্যা
ঢাকা	৯৩ টি	চট্টগ্রাম	৬৫ টি
রাজশাহী	৭০ টি	খুলনা	৫৯ টি
সিলেট	৪১ টি	বরিশাল	৪০ টি
রংপুর	৫৮ টি	ময়মনসিংহ	৩৪ টি